বিসমিহী তা'আলা

ওয়াসিফ ভাইয়ের প্রতি

খোলা চিঠি-১

(মাওলানা জোবায়ের সাহেবের প্রতি লেখা চিঠির জবাব)

বরাবর,

সৈ-য়-দ ওয়াসিফুল ইসলাম (বাংলাদেশে মাওলানা সাদ সাহেবের প্রতিনিধি)

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

জনাব ওয়াসিফ সাহেব,

আশা করি আল্লাহ পাকের অশেষ ফজলে আফিয়াতের সাথে সাদ সাহেবের অনুসরণে মশগুল আছেন। যে বিষয়ে আপনারা ষ্ট্যাম্পে দস্তখত করে নোটারি পাবলিক করে প্রচারও করেছেন যে, আমরণ সাদ সাহেবের এতয়াত তথা অনুসরণ করবেন। ওয়াসিফ ভাই আমরা আশ্চর্য হয়ে যাই এত বছর তবলীগ বা দ্বীনের মেহনত করে এতটুকু বুঝ আসলো না যে, নবী ছাড়া যে কোন কেউ যে কোন সময় গোমরাহ্ হয়ে যেতে পারে। আল্লাহ্ পাক আপনাকে হেদায়েতের বরকত দান করুন। আমিন।

প্রিয় ওয়াসিফ ভাই,

আপনার মনে থাকার কথা প্রফেসর মুশফিক সাহেব (রহঃ) যখন আপনার বিরুদ্ধে ২০০ কোটি টাকার আত্বসাদ সহ অনেকগুলো অভিযোগ নিয়ে মাঠে নামলেন, আপনি আমাকে বললেন মাওলানা মাহমুদুল হাসান সাহেবের এক খলিফা প্রফেসর মুশফিক ও ওনার কিছু ছাত্ররা আমার বিরুদ্ধে লেগেছে। আমাকে সাহায্য করুন। তখন কিন্তু কাকরাইলের মুরুব্বি হওয়ার কারণে আপনাকে সাহায্য করেছিলাম। আমার গাড়ীতে করেই বসুন্ধরা মুফতি আব্দুর রহমান সাহেবের কাছে নিয়ে গিয়েছিলাম। মাওলানা নূর হোসেন সাহেব সহ আপনার বিষয়ে অন্তত ১০ টা বৈঠক করেছিলাম। প্রায় এক বছর আপনার এই বিষয় নিয়ে কাজ করেছি। প্রফেসর আনোয়ার, শেখ নূর মোহাম্মদ, ডাঃ নাফিস, ইঞ্জিনিয়ার ওয়ালিউল ইসলাম সাহেবদের তো ২০১৪ সালেই আপনার

বিরুদ্ধে বড় অভিযোগ ছিলো আপনি নিজামউদ্দিন মানেন না, মাওলানা সাদ সাহেবকে মানেন না।

তাহলে ওয়াসিফ ভাই কিসের লোভে আপনি ২০১৫ সালে পাকিস্থান এজতেমা থেকে সাদ সাহেবের অন্ধ অনুস্বরণকারী হয়ে গেলেন। আপনার প্রতি গভীর মহব্বত ও সম্পর্কের কারণে মাওলানা জোবায়ের সাহেব হুজুরের চিঠিটির জবাব দিতে বসলাম।

২০১৬ সালে হযরত মাওলানা ইব্রাহিম দেওলা সাহেবের চিঠি যখন দিল্লি থেকে আমার হাতে আসে তখন বাংলাদেশের প্রায় ৫০ জন শীর্ষ আলেম সহ আমরা কাকরাইল মসজিদে এসে আপনি ও মাওলানা জোবায়ের সাহেব সহ কাকরাইলের সমস্ত শুরাকে অনুরোধ করেছিলাম দিল্লির সমস্যা দিল্লিতেই থাকতে দিন। আমরা বাংলাদেশে সকলে এক থাকি। সাদ সাহেব ঠিক হয়ে গেলে আমরা আবার উনার সাথে মেহনত করব। মাওলানা জোবায়ের সাহেব, মাওলানা রবিউল হক সাহেব সহ ওলামা শুরা হযরতগন বললেন, তবলীগ করতে হলে ওলামা হযরতদের তায়ীদ (সমর্থন) লাগবে। কিন্তু আপনি শুনলেন না। ওলামা হযরতদের শান্ত করার জন্য নাসিম সাহেবের মাধ্যমে সাদ সাহেবের কাছে বাংলাদেশে না আসার বিষয়ে চিঠি পাঠালেও পরবর্তীতে আপনি মাওলানা ফরিদ উদ্দিন মাসুদকে নিজাম উদ্দিন তথা দিল্লি পাঠিয়ে সাদ সাহেবকে বাংলাদেশে আসার দাওয়াত দিলেন। বাংলাদেশের প্রায় সকল ওলামায়ে কেরাম নিষেধ করা সত্তেও ইন্ডিয়ান "র" এর সহযোগিতায় সাদ সাহেবকে বাংলাদেশে আনলেন। যদিও ওলামা ও তৌহিদি জনতার প্রবল চাপের কারণে তাকে ফেরৎ পাঠাতে বাধ্য হয় সরকার।

ওয়াসিফ সাহেব,

আপনি চিঠিতে লিখেছেন, ঘরোয়া ভাবে আমাদের সাথে সমাধানের আপনি অনেক চেষ্টা করেছেন। বড় আফসোস সাদ সাহেব এর কারণে সারা বিশ্বের তবলীগ যেখানে দ্বিখন্ডিত, আপনি ঘরোয়া ভাবে সমাধানের চেষ্টা করলেই কি সমাধান হয়ে যাবে? এতটুকু জ্ঞান তো আপনার থাকার কথা ছিল।

আপনি লিখেছেন রাজনৈতিক দুষ্ট চক্র জোবায়ের সাহেব ব্যবহার করেছেন আপনাদেরকে নিমূল করার জন্য। আপনার জন্য আফসোস যে আপনি নিজেই রাজনিতি শিখে ফেলেছেন। গোমরাহ সাদ সাহেবের হাত থেকে উম্মতকে সর্তক করা ও উম্মত তথা দ্বীনকে হেফাজতের জন্য দ্বীনের অতন্ত্র প্রহরী ওলামায়ে কেরামকে রাজনৈতিক দুষ্ট চক্র উপাধী দিলেন। ধিক্কার আপনাকে।

মুহতারাম ওয়াসিফ সাহেব,

আপনার চিঠির মাধ্যমে এবং আপনার অনুসারীদের কর্তৃক ওপেন চ্যালেঞ্জ এর কিছু কথার মাধ্যমে

মনে হয় আপনারা দারুল উলুম তথা দারুল উলুম এর ওস্তাদ গনের প্রতি খুবই শ্রদ্ধাশীল ও আস্থাশীল। তাহলে কেন হযরত মাওলানা আরশাদ মাদানী সাহেব সহ দারুল উলুমের গুরুত্বপূর্ণ ওস্তাদের দস্তখত সম্বলিত যেই ফতুয়া ২০১৬ সালে সাদ সাহেবের বিরুদ্ধে দেওয়া হয়েছে, যেখানে সাদ সাহেবকে আহলেসুন্নত ওয়াল জমাত এর থেকে বিচ্যুত হওয়ার ঘোষণা এসেছে সেই দারুল উলুম দেওবন্দের ফতুয়া আপনারা মেনে না নিয়ে সাদ সাহেবের পক্ষে অবস্থান নিলেন। হযরত মাওলানা তকি ওসমানী সাহেব সাদ সাহেবকে সতর্ক করে কিছু দিন আগে যেই চিঠি দিয়েছিলেন সেই চিঠিটি আপনার হাতে কি পৌছে নাই? আপনার কাছে না থাকলেও আমাদের কাছে তা মজুদ আছে। বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ আলেম ওলামা থাকতে আপনারা কাওকে বিচারক হিসাবে বসার কথা বললেন না, এমন দুই জনের কথা বললেন যারা এই কাজ করতে সম্মত হবেন না। বড় দুঃখজনক কথা যে, দ্বীন নিয়ে আপনারা তামাশাই করে যাচ্ছেন। সাদ সাহেবকে আজ পর্যন্ত দারুল উলুম দেওবন্দের শর্ত অনুযায়ী তওবা করাতে পারলেন না। অথচ সমঝোতার প্রস্তাব দিয়ে যাচ্ছেন। অবশ্য তওবা কি করাবেন? উনি বার বার বিতর্কীত কথা ও কর্মকান্ডের পূনরাবৃত্তি করেই যাচ্ছেন। ২০২৪ সালেও সাদ সাহেব বহু বির্তকীত বয়ান করেছেন।

ওয়াসিফ ভাই,

সময় সল্পতার কারণে এবং প্রস্তুতির জন্য সময় প্রয়োজন হওয়ার কারণে ৪ই নভেম্বর প্রশাসনের সাথে আমরা বসতে পারিনি। পরবতীতে ৭ই নভেম্বর আমরা সরকারের সাথে বৈঠক করেছি। অথচ আপনি লিখেছেন সরকারের সাথে বৈঠককে আমরা উপেক্ষা করেছি। আপনার এ সমস্ত কর্মকান্ড ছেলেমানুষির মতোই মনে হয়। এই ছাড়া আওয়ামী সরকারের সময় জয় বাংলা স্লোগান দিয়ে মিরপুরের ইলিয়াস মোল্যা, গাজীপুরের জাহাঙ্গীর, সালমান এফ রহমানের সাথে সঙ্গ দেওয়া আপনার অনুসারীদের নাম ও লিস্ট এবং ভিডিও আমাদের কাছে মজুদ আছে।

সারা বিশ্বের সমস্ত ওলামায়ে কেরামের প্রাণের দাবী হলো, হয় মাওলানা সাদ সাহেবকে সংশোধনের রাস্তায় আনেন আর না হয় আপনারা তাকে বর্জন করুন। আফসোস সেই যৌক্তিক দাবীকে বৃদ্ধাঙ্গুল দেখিয়ে আপনি এবং আপনার অনুসারীরা হটকারীতা প্রদর্শন করে যাচ্ছেন।

ওয়াসিফ ভাই,

হযরত মাওলানা জোবায়ের সাহেবের প্রতি আপনার যেই ভাল ধারণা ছিল উনি এখনো আল্লাহর রহমতে ওনার সেই গুনাগুন পুরাপুরি ধরে রেখেছেন। আপনি সাদ সাহেবের অন্ধ অনুকরণ থেকে বের হয়ে আসতে পারলে নিজের স্বচক্ষে তা দেখতে পাবেন। আপনারা ২০১৮ সালের পহেলা

ডিসেম্বর আবার তৈরি করবেন মর্মে ভয় দেখিয়েছেন। মনে রাখবেন ততকালীন সরকারের পুলিশ বিভাগের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় আমাদের ধোকা দিয়ে ৪/৫ হাজার ছাত্র ও তবলীগের সাথী ভাই, আলেম ওলামাকে রক্তাক্ত করেছেন, সেই ক্ষত এখনো শুকায় নাই। ইনশাল্লাহ অতি শিঘ্র তার প্রতিফল আপনারা পাবেন।

বাংলাদেশের ধর্ম প্রিয় মুসলমান, আলেম ওলামা ও তবলীগের সাথী ভাইদের পক্ষ থেকে স্পষ্ট ও পরিস্কার ভাষায় জোরালো ভাবে আপনাকে ও আপনার অনুসারীদের জানিয়ে দিচ্ছি যে, বিশ্ব মারকাজ নিজামউদ্দিন এর প্রকৃত অনুসারী আমরাই। আমাদের মুরব্বী হযরত মাওলানা ইব্রহিম দেওলা সাহেব, মাওলানা আহমেদ লাট সাহেব প্রমূখ নিজামউদ্দিনের মুরব্বীগন যারা মাওলানা সাদ সাহেবের জন্মের আগে নিজামউদ্দিন মারকাজে এসেছেন, যারা সাদ সাহেবের জন্মের আগে থেকেই তবলীগ করছেন, যাদের কাছে সাদ সাহেব এলেম শিখেছেন, বুখারী শরীফ পড়েছেন উনারাই বিশ্ব মারকাজ নিজামউদ্দিন এর প্রকৃত মুরব্বী ও উত্তরসূরী। উনাদের সাথে বাংলাদেশের লক্ষ কোটি তৌহিদী জনতা, ছাত্র জনতা একাত্বতা ঘোষনা করেছেন। উনাদের দূর্বল ভাবা আপনার জন্য মারাত্বক ভূল হবে।

প্রিয় ওয়াসিফ ভাই,

পরিশেষে বলছি, নাসিম ভাই অন্ধ অনুকরণ করতে করতে দুনিয়া থেকে চলে গেলেন। আপনি মেহেরবানী করে সত্যের পথে ফিরে আসুন, হকের পথে ফিরে আসুন। আপনার সাথে বা আপনার অনুসারীদের সাথে আমাদের কোন দুশমনি ছিল না, এখনো নাই। আপনারা সাদ সাহেবের সংশোধন হওয়ার আগ পর্যন্ত উনাকে বর্জন করুন, হকের পথে তথা কুরআন হাদীসের আলোকে চলুন আমরা আপনাদের এস্তেকবাল করব। একটি মাত্র ব্যক্তির জন্য সারা পৃথিবীতে তবলীগ টাকে দ্বিখন্ডিত করে রাখবেন না। দাওয়াত ও তবলীগের দ্বীনি এই সুন্দর বাগানটিকে আর তছনছ না করে ফিরে আসুন। আপনি ও আপনার অনুসারীরা ফিরে আসলে সাদ সাহেব দূর্বল হয়ে যাবে। হয়তোবা হকের দিকে ফিরে আসবে, নিজেকে শুধরে নিবে। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে দ্বীনের খালিস মেহনোতের জন্য কবুল করুন। আমিন।

আরজ গুজার

আপনার এক সময়ের ঘনিষ্ঠ ও মাওলানা জোবায়ের সাহেবের খাদেম

মাওলানা শাহরিয়ার মাহমুদ

কাকরাইল মসজিদ, রমনা, ঢাকা